Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ মার্চ, ২০১৯

৪২ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১১ মার্চ, ২০১৯, সোমবার, ২৬ ফাল্গুন, ১৪২৫

জেলায় লোকসভার ভোট ২৯ এপ্রিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ মার্চ : ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে। এযাবৎ সর্বোচ্চ ৭টি পর্যায়ে ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট লোকসভা নির্বাচন শেষ হবে ১৯ মে। ফলাফল ঘোষণা ২৩ মে। উল্লেখযোগ্যভাবে ৭টি পর্যায়েই পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি লোকসভার নির্বাচন হবে। ১১ এপ্রিল সে প্রক্রিয়া শুরু হবে। আজ থেকেই নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গেল। পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। আজ পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক অনুরাগ শ্রীবাস্তব এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এবারে পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ভোটার রয়েছেন ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ২ জন। মহিলা ভোটার ১৯ লক্ষ ১২৪, তৃতীয় লিঙ্গের ৮০ জন। মোট ৪৪৫৬টি বুথে ভোট হবে, তার ৭৮টি মহিলা পরিচালিত। সেক্টরের সংখ্যা ৩৮৬।

মোট ২১ হাজার ৭৮৫ জন ভোটকর্মী নির্বাচনী কাজে অংশ নেবেন। ১৯৫০ টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়াও সি-এ্যাপের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে। সুনির্দিষ্ট নথিপত্র ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার বেশি নগদ কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রত্যেক ভোটারেরই সচিত্র পরিচয়পত্র রয়েছে।

শ্রমিক নেতা অজিত মুখার্জির জীবনাবসান

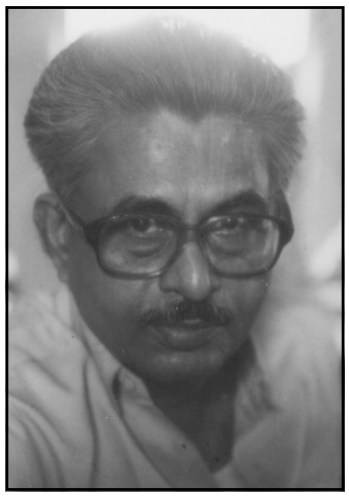

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ মার্চ : বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা অজিত মুখার্জির জীবনাবসান হয় গত ৩ মার্চ রাত্রে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যুতে সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, সিআইটিইউ সাধারণ সম্পাদক তপন সেন, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখার্জি, সম্পাদক অনাদি সাহু, আভাস রায়চৌধুরী, বংশগোপাল চৌধুরী প্রমুখ গভীর শোক প্রকাশ করেন। প্রয়াত মুখার্জি কিডনির সমস্যায় বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল, বয়স হয়েছিল ৮৫। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালে। ১৯৫৮ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট পদে যোগ দেন। আধিকারিক হওয়ার সুযোগ থাকলেও সে সুযোগ তিনি হেলায় ছেড়ে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্গাপুর ইস্পাত এবং দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানাকে নিয়ে গঠিত সিআইটিইউ অনুমোদিত হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (এইচএসইইউ)-র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ইস্পাত শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন, স্টিল ওয়ার্কস ফেডারেশন (এসডব্লিউএফআই) গড়ে তোলার কাজে তিনি নেতৃত্ব দেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি।

ইস্পাত শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অজিত মুখার্জি সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সংগঠনের রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ছিলেন সমবায় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী সংগঠক। অবিভক্ত বর্ধমান জেলা তথা রাজ্য সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। দুর্গাপুর মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং দুর্গাপুর স্টিল পিপলস সমবায় সহ শিল্পাঞ্চলে অনেকগুলি সমবায়ের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্ধমান সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। তিনি ছিলেন ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান। হাউসিং সমবায় গড়ে তোলা এবং তার প্রসারেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। অবিভক্ত বর্ধমান জেলা সিআইটিইউ-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এসবিএসটিসি বোর্ড সদস্যও ছিলেন বহুদিন। অবিভক্ত সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও ইস্পাত এলাকায় তিনি সিপিআই(এম) লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন বহু বছর, পালন করেছেন জোনাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব।

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জগতের

—এরপর চারের পাতায়

কালিশঙ্কর পাল-এর পারিবারিক স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : প্রয়াত শ্রমিক নেতা কালিশঙ্কর পাল-এর পারিবারিক স্মরণসভা তাঁর বাসভবন সংলগ্ন মাঠে আজ অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় প্রয়াত শ্রমিকনেতা অনুরাগী, বন্ধু, প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিচারণ করেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটি আহূত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে ১২ মার্চ, বর্ধমান টাউনহলে।

কাটলিনা জয়ে সায়নীকে অর্থ সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ মার্চ : সাতসাগর পার করার স্বপ্নে বিভোর সায়নী দাসের ক্যাটলিনা জয়ের লক্ষ্যে অর্থ সাহায্য করলেন কালনার প্রবীণ নাগরিক মানিক মজুমদার। এদিন তিনি কিছু নগদ অর্থ সাহায্যের পর সায়নী দাসকে শুভেচ্ছা জানান। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ইংলিশ চ্যানেল এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল পার করার পর এবার তার লক্ষ্য আমেরিকার ক্যাটলিনা চ্যানেল। ইতিমধ্যেই সেখান থেকে অনুমতি পেয়ে গেছে সায়নী দাস। ওই চ্যানেলে নামার তারিখ আগামী ৭ জুন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। সে তার বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে কালনা থেকে রওনা দেবে আগামী ২৮ মে। তাই রওনার আগে একটানা ১৩ ঘন্টা জলে থেকে তার জোর প্রস্তুতি। ২১ মাইল দূরত্বের ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কাটতে সায়নী দাসের সময় লেগেছিল ১৪ ঘন্টা ৩ মিনিট। এই চ্যানেলে সায়নী সাঁতার শুরু করার সময় তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সাঁতার শেষ করার সময় সেই তাপমাত্রা নেমে যায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ইংলিশ চ্যানেলের তুলনায় ক্যাটালিনার দূরত্ব এক মাইল কম। আর সেখানকার তাপমাত্রা কোনো সময় ১৭/১৮ ডিগ্রির নিচে নামে না। ফলে তার এবারকার সফর অনেকটা সহজ মনে হলেও ডলফিন ও হাঙরের উৎপাত রয়েছে ভীষণভাবে। সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস জানান, এই অভ্যাস সে চালিয়ে যাবে আমেরিকা রওনা দেওয়ার আগে পর্যন্ত। অন্যান্য চ্যানেলের মতো সে কাটলিনা চ্যানেলও জয় করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী। কিন্তু একমাত্র বাধা হল অর্থ। এই সফর শেষ করতে খরচ হবে ছয় লক্ষাধিক টাকা। আজকে মানিকবাবুর অর্থসাহায্য সায়নী দাসের কাজে লাগবে।

সারা বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মার্চ : অনুষ্ঠিত হল প্রথম বর্ষ সারা বাংলা কবিতা উৎসব। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রমিক কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির সভাপতি ড. সুকৃতি ঘোষাল। কবিতা উৎসবের আয়োজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান শহর কমিটি। স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক কবি ড. অংশুমান কর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম সম্পাদিকা মিনতী গোস্বামী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী ড. আবুল হাসান, কবি অরুণ মজুমদার, কুশল দে, বিকাশ বিশ্বাস, শ্যামলবরণ সাহা, নিয়াজুল হক প্রমুখ বিশিষ্ট কবিরা। বিশিষ্ট লেখিকা ও গবেষক রত্না রশিদ তাঁর পিতা-মাতার স্মৃতিতে 'অনুপম-লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি

—এরপর চারের পাতায়

নির্বাচন-ঘোষণা হতেই রাস্তায় কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই রাস্তায় নেমে পড়ল বাম কর্মীরা। দেওয়াল লিখন, মিছিল, সাইকেল মিছিল, পথসভা কোনোটাই বাদ গেল না। এদিন দেওয়াল লিখন হয় ঝকরপাড়া ও ছোট বহরকুলি গ্রামে। আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দবাটি গ্রামে জমায়েতের পর সাইকেল মিছিল হয়। বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও, তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও শ্লোগান দিয়ে ১৬টি গ্রাম পরিক্রমার পর ঝকরপাড়া গ্রামে শেষ হয়।

অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারাঙ্গা গ্রামে জমায়েতের পর পৃথকভাবে আর একটি বিরাট সাইকেল মিছিল হয়। মিছিলটি ১৫টি গ্রাম পরিক্রমার পর কুলেপাড়ায় শেষ হয়। বহু মানুষ আতঙ্ক ভয়-ভীতি ঝেড়ে মিছিলকে অভ্যর্থনা জানায়। বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিপিআই(এম) অফিসের সামনে জমায়েতের পর একটি মিছিল শুরু হয়। এই মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন মহিলারা। বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমার পর রথতলায় মিছিলটি শেষ হয়।

সর্বস্বান্তের আশঙ্কায় কৃষককুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মার্চ : আলু-পেঁয়াজ ওঠার মুখে হঠাৎ বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে ক্ষেত। ফলে জমিতে আলু পচে গিয়ে কৃষকদের পাকা ধানে মই দেওয়ার মতো অবস্থা। ক্ষেতের পচা আলুর দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়ে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আবার সিলমোহর দিয়েছেন কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই। তিনি বলেন, ব্যাকটেরিয়া জলের সাথে মিশে গেলে মানুষ এবং প্রাণীসম্পদ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে আলু-পেঁয়াজের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করেন কৃষকরা। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তর থেকে পরামর্শ দেওয়া হয় আলু-পেঁয়াজের জমিতে জমে থাকা বৃষ্টির জল যত শীঘ্র বের করে দিতে হবে। কিন্তু ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়ায় কৃষকদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মহকুমা কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এই মরশুমে মহকুমার পাঁচটি ব্লকে মোট ১৩,৬৩০ হেক্টর জমিতে আলু এবং ৪৭৩০ হেক্টর জমিতে সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়েছে।

অকালবর্ষণে আলুর ক্ষতিপূরণের দাবিতে এজিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। কালনা-১ ব্লকের কৃষিবাজারের গেটে ক্ষেত থেকে তুলে আনা পচা আলু ফেলে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ দেখায়

তারা। সুলতানপুর ও বাঘনাপাড়া এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের তিন শতাধিক কৃষক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। কয়া গ্রামের দুলালচন্দ্র ঘোষ ও নিতাই ঘোষ এবং ভৈরবনালা গ্রামের সুফল মাঝি জানান, আলু জমিতেই পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এতে গবাদি পশু ও মানুষও রোগে আক্রান্ত হবে। এব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে গ্রামে গ্রামে মহামারী রোগ দেখা দিতে পারে।

অকাল বৃষ্টি আলু-পেঁয়াজ কৃষকদেরই শুধু পথে বসায়নি, বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী মরশুমে পেঁয়াজ চাষে বিরাট প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেকথা কিছুটা হলেও মেনে নিয়েছে সরকারি বাগিচা ও উদ্যান পালন বিভাগও। এই বিভাগের পরামর্শ পেঁয়াজ ফুলে অন্তঃবাহী ছত্রাকনাশক ব্যবহার করলে ক্ষতির বহর কিছুটা কমানো সম্ভব। নদীমাতৃক এই মহকুমায় মাটির রকম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। অন্যান্য ফসলের জন্য বাইরে থেকে বীজ কেনার প্রয়োজন হলেও কৃষকদের পেঁয়াজ চাষের জন্য বাইরে থেকে বীজ কেনার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁরা নিজেদের বীজ নিজেরাই উৎপাদন করেন। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কালনা মহকুমার ব্লক অনুযায়ী—কালনা-১ এক হাজার দুশো হেক্টর, কালনা-২ সাতশো হেক্টর, পূর্বস্থলী-১ এক হাজার ছয়শো হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ এক হাজার আশি হেক্টর এবং

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১১ মার্চ, ২০১৯

সময় বলবে

হিন্দুত্ববাদী বা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচিবোধ, সৌজন্য ও হৃদয় অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে হয়- এসব নাগপুরের শিক্ষা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর কৃপায় তামাম ভারতবাসী বর্তমানে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছেন। তাই তাঁর নাটকীয়ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অনর্গল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বর্ষণে ক্লান্তি নেই, কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের দায়ও নেই। মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বভ্রমণবিলাসী, সেই সঙ্গে সাজবিলাসীও। একটি হিসেবে সরকারি কাজে ১৭৩৫ দিনে ১৩,৪৮৯ বার পোশাক বদল করেছেন। তাছাড়া দশলাখি স্যুটের কথা কেউ ভুলে যাননি! গোঁড়া হিন্দুত্ববাদের এই গুণাবলীর সঙ্গে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক আম আর দুধের মতো। ক্ষমতার লোভ তাঁকে ক্ষমতায় ফেরানোর জন্য মরিয়া ও বেপরোয়া করে তুলেছে। এমন কোন কথা নেই যা তিনি বলতে পারেন না বা এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করতে পারেন না। পাঁচ বছরের দেশ শাসনে এমন একটিও ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি মাথা উঁচু করে সাফল্য দাবি করতে পারেন! দেশে কৃষি সংকট গভীর ও ভয়াবহ, কৃষকের এমন বিপন্নতা অতীতে কোনদিন দেখা যায়নি। বেকারির ভয়াবহতা গত ৪৫ বছরে এই পর্যায়ের ছিল না। গত পাঁচ বছরে দেশে শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত কম। শিক্ষায় হিন্দুত্বের প্রভাব যুক্তিবাদকে বিতাড়িত করেছে। শিক্ষাঙ্গনে বিকৃত ইতিহাস পঠিত হচ্ছে। সমাজকে জাতপাতের বিভাজনে বিভক্ত করা চলছে। সংস্কৃতির ঔদার্য প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। সত্যকে হত্যা, বিপরীতে চলেছে কুৎসিত মিথ্যার নির্মাণ। চা-ওয়ালা বলে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে দাবি করেন, কিন্তু দেশের কোনও চা-ওয়ালা এতটা নিম্ন রুচির তা বাস্তবে দেখা যায় না। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিপরীতে প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থান সমগ্র দেশের লজ্জা!

শিয়রে লোকসভা ভোট। দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। এই আবহে সঙ্ঘ পরিবার মনে করছে নরেন্দ্র মোদীর কাছে রাম ছাড়া পথ নেই। অর্থনীতির অবস্থা তথৈবচ! ক্রমবর্ধমান বেকারি, সিবিআই, আরবিআই'র মতো সংস্থায় ডামাডোল। রাফালে যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে কার্যত মোদী কোণঠাসা। আরএসএস ও সঙ্ঘ পরিবার তাদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি তীব্র করতে নেমে পড়েছে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি তাদের সুবিধা দিচ্ছে। ভোটের মুখে তাই অযোধ্যা বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতাকারী প্যানেল কতটা ঘোষিত লক্ষ্যে এগোতে সক্ষম হবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তিন রাজ্যে বিজেপি-র পরাজয় এবং ২০১৮ জানুয়ারি থেকে একের পর এক নির্বাচনে পরাজয় বিজেপিকে মরিয়া করে তুলেছে। সঙ্ঘ পরিবারের নেতাদের কথাবার্তা আচার-আচারণ বুঝিয়ে দেয় দেশের উচ্চ আদালতের সমাধান প্রক্রিয়া তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মধ্যস্থতাকারী গোষ্ঠী এই ধরনের আবহে মন্দির-মসজিদ বিবাদ মেটাতে কতটা সফল হবে তা অবশ্য সময়ই বলবে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৮ মার্চ : সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির রসুলপুর আমবাগান এলাকার সদস্য মিলন ধরের (৬৬) জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি নানা ধরনের রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য মুম্বাই যান। মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তিনি গত ৪ মার্চ রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াত মিলন ধর-এর বাড়িতে গিয়ে দলের নেতা জয়দেব মুখার্জী, স্বপন সেনগুপ্ত, সনৎ ব্যানার্জী, ভবানী ব্যানার্জী তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানান। সাতের দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসে অনেকবার আক্রান্ত হন এবং বর্তমানে শাসকদলের কাছেও আক্রান্ত হয়েছেন। বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু তিনি ভয় পাননি। সাহসিকতার সাথে তিনি কাজ করে গেছেন। মিলন ধরের মুম্বাইয়েই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর স্ত্রী বর্তমান। তিনি জেলা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের কর্মচারী ছিলেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম সম্মেলন কোথায় কবে শুরু হয়েছিল?
২. পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কবে গঠিত হয়? কে মুখ্যমন্ত্রী হন? উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী কে হন? এই সরকার কত দিন টিকে ছিল?
৩. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি কবে কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষিত হয়?
৪. ভারতে মহিলাদের শিক্ষার জন্য কোন কলেজ কবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহর পৌরসভা কবে স্বীকৃতি লাভ করে?
৬. ভারতের মধ্যে প্রথম কোন দু'জন মহিলা কোন কলেজ থেকে কবে স্নাতক হন?
৭. কলকাতা পুস্তক মেলা প্রথম কবে কোথায় শুরু হয়েছিল?
৮. কে টেলিফোন আবিষ্কার করেন? কবে তিনি এইজন্য পেটেন্ট পান?
৯. 'মৌমাছি' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তাঁর কবে মৃত্যু হয়? জন্ম কবে?
১০. কবে কোথায় প্রথম মহিলা দর্জি শ্রমিকরা সমকাজে সম মজুরি সহ নির্ধারিত কাজের সময়ের দাবিতে ধর্মঘট করেন?
১১. কবে থেকে বিশ্বজুড়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু হয়?
১২. প্রথম মহাকাশচারী কে ছিলেন? তাঁর কোথায় কবে জন্ম? তিনি কবে মহাকাশে যান? কীভাবে কবে তাঁর মৃত্যু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

চিচিং ফাঁক - ১৫

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

খেটে খাওয়া মানুষ যে সামান্য সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় সেই টাকা চিকচিকিতে মুড়ে খড়ের চালের বাতায় গুঁজে রাখে, রান্নাঘরের জংধরা টিনের কৌটোতে নুনের ডাবার পাশে রাখে। বাইরে বেরোয় ধুতি অথবা লুঙ্গির কোমরে গুঁজে, মেয়েরা শাড়ির আঁচলে গিঁট বেঁধে। এইভাবে সবজির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হেঁটে কিংবা ভানে চেপে কিংবা বাদুর-ঝোলা হয়ে শহরাঞ্চলে বিকি-কিনি করতে আসে, চিকিৎসা করাতে আসে। রাস্তায় পড়ে থাকা গোবর কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে খড়কুটো মেখে ঘুঁটে দেয় বাড়ির দেয়ালে। কাঠ-কুটো, ঘুঁটে এইসব সহজলভ্য জিনিস তাদের রান্নার ইন্ধন জোগায়। একদল লোককে দেখেছি গ্রামের পথে পথে ভেড়ার পাল চরায়। রাসায়নিক সার দুর্মূল্য যাদের কাছে, তারা ভেড়ার পালকে একদিন-দুদিন তাদের চাষের জমিতে পয়সার বিনিময়ে রেখে দেয়। ভেড়ার পালের মল-মূত্র তাদের জমিতে সারের কাজ করে। কত বিচিত্র, পরিশ্রমসাধ্য পেশায় গরিব-গুর্বোরা নিয়োজিত থেকে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করে তা মোদী জানবেন কী করে? এই মানুষগুলি অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে, কর্মক্ষমতা চূড়ান্ত হ্রাস পায়, অকালে প্রাণত্যাগে বাধ্য হয়। ধার-দেনা-কর্জ নিত্যসঙ্গী। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার শিকার এরা। পোকামাকড়, খরা, বন্যায় ফসল নষ্ট হলে পর এরা অনন্যোপায় হয়ে ফলিডল খেয়ে আত্মাহুতি দেয়। মাঠে-ময়দানে সাপের কামড়ে মারা যায়। হাতির আক্রমণের শিকার। খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে হাতির উপদ্রবে মাঠভর্তি ফসল নষ্ট হয়, বাড়িঘর-পর্ণকুটির ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, মানুষকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মেরে হত্যা করে হাতির পাল। বাঁকুড়া, বর্ধমানে তো একবার হাইওয়েতে হাতির দল অবস্থান ধর্মঘট করে প্রশাসনের কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে, পুরুলিয়ায় চিতাবাঘের ঝটিকা আক্রমণে প্রাণনাশ যেন মাঠে ময়দানে খেটে খাওয়া মানুষের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আছে বাঁদরের বাঁদরামি। হাঁস-মুরগি শিয়াল-নেকড়ের পেটে যায়। তার ওপর লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।

মোদী জানেন এতসব ফুল্লরার বারোমাস্যা? গরিব মানুষের জীবনে বিশ্রাম আর বিনোদনের স্থান কোথায়? ছেলেরা মাঠের হাড়ভাঙা খাটুনির পর খড়-বিচালি কাটে গরু-মোষকে জাবনা দেবে বলে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘরের চালে খড় দিয়ে ছেয়ে নেয় রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচার অভিপ্রায়ে।

কুলাক, ভুমিহার, জায়গীরদাররা বিহারে রণবীর সেনা পোষে গরিব মানুষকে শোষণ করার স্বার্থে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ, স্বল্প পারিশ্রমিকে চাবুক মেরে খাটিয়ে নেয়। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলনের গন্ধ পেলেই গরম সীসা বন্দুকের নল থেকে নির্গত হয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে হতভাগাদের শরীর। মোদী জানেন না?

চাষের কাজে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে, কম মজুরিতে শিশুশ্রমিক নিয়োগ করার জন্য যে দুটি উপরি পয়সার হাতছানি, সেই লোভে গরিব পরিবার ছেলে-মেয়েদের স্কুলেও পাঠাতে চায় না। ছেলেদের কৃষিকার্য সহায়ক হিসাবে দাম বেশি। মেয়েরা হয় চাষের কাজে হাত লাগায়, নয় মাঠে পৌঁছে দেয় কৃষিশ্রমিকের খাবার। মহিলারা বিকালে বিড়ি বাঁধে, কালে কালে নানা ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, রাতে পরপুরুষের মনোরঞ্জনে লিপ্ত হয়। পুরুষেরা সস্তার মাদকে জীবন থেকে মুক্তি খোঁজে।

মোদী জানতেন না যে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ? ভারতবর্ষের শ্রমজীবীদের ৯০ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। ভারতের যে মোট কর্মসংস্থান হয় তার ৮০ শতাংশ নিযুক্তি হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে মুখের কথায় নিযুক্তিপত্র ব্যতিরেকে, আর এই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে ভারতের জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশের সৃষ্টি হয়। এই অসংগঠিত ক্ষেত্র আলিবাবা, মাস্টার কার্ড, ভিসা, পেটিএম এসব বোঝে না। হাতে হাতে যে নোট বিনিময় হয়, সেটাই তারা চোখে দেখতে চায়, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন এই নোটেই তারা তাদের উপার্জন চেনে। মোদী কায়দা করে মাঠে সবাইকে ড্রিবল করে তাক লাগিয়ে দিতে চাইলেন। অবশ্যই এই মাত্রাছাড়া ড্রিবলিং-এর ফলে বলে পা জড়িয়ে গেল, ধপাস্ করে পড়ে গেলেন। 'পপাত চ মমার চ'।

ভারতের বাজারে ক্যাশ বা নগদের যোগান বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা। কী বোঝা গেল? মোদীর নোটবন্দী-এটিএম-পেটিএম-এর মতো লেস ক্যাস ব্যবস্থার চেয়ে ভারতবাসী নগদ লেন-দেনে অনেক বেশি আস্থাশালী।

'নোটবন্দী'র পর প্রথম তিন মাসে ৪,৫০,০০০ শ্রমজীবীর কর্মচ্যুতি ঘটেছিল, সেই আতঙ্ক থেকে আপামর ভারতবাসী আজও উদ্ধার হয়নি, মোদী যতই নতুন ফ্যাশনের 'টুপি' ভারতবাসীর মস্তকের শোভাবর্ধনের জন্য উপহার দিন না কেন।

নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সাড়ে চার বছরের বেশি অতিক্রান্ত। তিনি ইউপিএ সরকারের থেকে আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়াবেন বলেছিলেন, তিনি দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়বেন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তিনি নীতিপঙ্গুত্ব অতিক্রম করে ভারতীয় জীবনধারায় নয়া দৌড় চালু করবেন বলেছিলেন। আবর্জনাহীন স্বচ্ছভারত গড়বেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ বোঝা যাচ্ছে তিনি অভিনয় করে চলেছিলেন, নায়কের, 'মেগাধাপ্পা' সিরিয়ালে।

আমরা অঙ্কের নাম শুনলেই ছেলেবেলা থেকে আর্তনাদ করে উঠি। বাবা যখন দাদাকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার হাতে দুটো সন্দেশ ছিল, তার একটা তুমি ভাইকে দিলে, তাহলে তোমার হাতে ক'টা সন্দেশ রইল?" ভাই দাদাকে জনান্তিকে বলে, "দাদা সাবধান। বাবা কিন্তু আসলে অঙ্ক শেখাচ্ছে।" প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করতে হলে, সুইস ব্যাঙ্কে মোট যত টাকা জমা আছে তার প্রায় ২৫ হাজার গুণ বেশি টাকার দরকার। ওই পরিমাণ টাকা ভারতের জাতীয় আয়ের ১৪ গুণ বেশি টাকা।

অঙ্কে কাঁটা ভারতবাসী তাই তাদের প্রাপ্তির বিশাল অঙ্কের স্বপ্নে বিহ্বল হয়ে কাটিয়ে দিল, তলিয়ে ভাবতে গেল না তারা কত বড় ধাপ্পার শিকার হয়ে উঠেছে।

জেব-উন-নিসা

নিত্যানন্দের কড়চা (১৬)

ষোড়শ শতকের ভারতীয় ধারায় ফারসি ভাষার কবি হিসেবে অনেক বিশিষ্ট কবির নাম চর্চিত হলেও জেব-উন-নিসা'র (১৬৩৮-১৭০২) নাম কোথাও তেমন পাওয়া যায় না। একটা কারণ হয়ত কাব্যিক সুষমায়, কাল্পনিক বিস্তারে বা দুরূহতার নিক্তিতে ও অন্বয়গত সাযুজ্যে তাঁর সময়ের এবং পূর্বের কবিদের সঙ্গে তাঁর কবিতা ও গজলগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। কেবল জেব-উন-নিসা নয়, তাঁর পূর্বজ অন্যান্য মুঘল বিদুষী, যেমন জেহানারা বেগম, নূরজাহান, সালিমা বেগম প্রমুখ ছদ্মনামে গজল বা রুবাইয়া লিখেছেন। তাঁদের লেখার ধাঁচটা ছিল মূল পারস্য থেকে আসা ফারসি কবিতার ধারা অবলম্বনে। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষাও ছিল পারস্য-কেন্দ্রিক। তাছাড়া পর্দানশীন এই উচ্চবর্গের নারীদের এই উপমহাদেশের বৈচিত্রপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মেশার সুযোগ কম ছিল। পারস্যের সাফদি রাজত্বের কবিরা তো তাচ্ছিল্যের সাথে বলতেন, হিন্দের পুরুষরাই ফারসিটা ভাল করে বোঝে না, তো নারীরা কী করে জানবে!

এই উপমহাদেশে 'রেখতা' বা নিম্নবর্গের ভাষা এবং উর্দুর চর্চা যখন বাড়ছে তখন ভারতীয় পুরুষদের অনেকেই তাতে কাব্য চর্চা করেছেন। কোন উপঢৌকনের তোয়াক্কা না করে আবার বহু অনামা মুসলিম নারীও সেই সময় তাঁদের পাশাপাশি উর্দুতে কাব্যচর্চা জারি রেখেছিলেন। আজ এই উপমহাদেশে মহিলাদের মধ্যে উর্দুর যে চেহারা ও বিকাশ দেখা যায় তা অলক্ষ্যে এইসব অজানা অনামা নারীদের দান, যদিও সেই ইতিহাস সেভাবে রক্ষিত হয়নি।

জেব-উন-নিসা, কুড়ি বছর ধরে জেলে বন্দি ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু। মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর পাণ্ডুলিপি সঠিকভাবে রক্ষিত না হওয়ায় উর্দু সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সহ অনেকেই এ বিষয়ে সরব হলেও এ বিষয়ে আমাদের ভরসা করতে হয় ইউরোপীয় লেখক ওয়েস্টব্রুক এবং পল হয়েল-এর উপর। ইংরাজিতে অনুদিত এঁদের যথাক্রমে 'দি দিওয়ান অব জেব-উন-নিসা' ও 'টিয়ার্স অব জেব-উন-নিসা' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে খুঁজে নিতে হয় জেব-উন-নিসা'র জীবন ও ইতিহাস। রাষ্ট্রদ্রোহী এবং মুঘল প্রাসাদ রাজনীতিতে জেব-উন-নিসা'র মতো এমন এক অনভিপ্রেত কবির কথা লিখে রাখবে তৎকালীন সময়ে তেমন সাহস কারো ছিল না। এছাড়া লিঙ্গবৈষম্যের কথাটি নাই বা বললাম।

জেব-উন-নিসা-কেও লিখতে হয়েছে 'মখফি' ছদ্মনামে। মখফি অর্থ 'যিনি গুপ্ত আছেন'। জেব লিখেছেন-

'... আমি তৃষিত তোমার প্রেমে,
মনসুখের এই শরীর আমার রুখু মাটির শস্য।

তুমি পূর্ণাবয়ব, এই খণ্ডিত শরীর চিৎকার করে ডাকে- কোথায় তুমি ঈশ্বর!

আমার এই প্রেম যেন ভয়ানক প্লাবনের ঢেউয়ের মাথায় পাক খাওয়া এক নৌকা,

এমন কোন নোওয়া নেই যে আমাকে বাঁচায়।'

ফলে মোগল সম্রাটের কন্যা হিসেবে যে অর্থে জেব-এর বাঁচার কথা ছিল সে অর্থে তিনি বাঁচেননি, বাঁচেনি তাঁর লেখা গজলগুলিও। যদিও বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জেব লিখেছেন-

'সুলেমানের মত, যদি তুমি আমার স্তুতির একটি বাক্যও মেনে নাও, দাসী হয়ে উড়ে যাবে আজ্ঞাবহ আমার যত

—এরপর চারের পাতায়

দেশ ও সমাজ

৮ মার্চ অঙ্গীকারের দিন

শিবানী পাল

দুর্জনরা স্বীকার করুন বা না করুন সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম—সব ক্ষেত্রেই নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভারতের দুটি মহাকাব্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন কৈকেয়ী, সীতা, সত্যবতী, কুন্তী, দ্রৌপদী। আর্য যুগে নারীদের স্বাধীন, সম্মানজনক বিচরণে আমরা গর্বিত। মধ্যযুগে দ্বিজ চণ্ডিদাস রামী ধোপানীকে সম্মানের আসনে বসিয়ে বলেছিলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা। তার পরেও যুগে যুগে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে সংস্কৃতিতে নারী পশ্চাৎপদ হয়নি। কিন্তু তাদের প্রতিভাকে, ক্ষমতাকে, স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্তব্ধ করার জন্য সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো জঘন্য প্রথার প্রচলন হয়েছে। নারী-শিক্ষা সমাজ ও পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকারক এই অজুহাতে মেয়েদের গৃহবন্দী করা হল। তাঁরা অমর্যাদা, লাঞ্ছনার শিকার হলেন। হলেন অধিকার বঞ্চিত মৃতবৎ।

মহিলাদের সৌভাগ্য দুর্দিনে তাঁরা সাথে পেয়েছিলেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের মতো যুগন্ধর পুরুষকে। রবীন্দ্রনাথের তেজদীপ্ত ঘোষণা 'নারীকে কেন দেওয়া হবে না তাদের ভাগ্য জয় করার অধিকার' তাদের উজ্জীবিত করেছে। তাদের সচেতন করেছেন সাম্যবাদী নজরুল। বলেছেন, জগতের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর তার অর্ধেক পুরুষের দান, বাকি অর্ধেক নারীর।

বহির্ভারতে নারীর উপর অত্যাচার ও অবমাননার চেহারা অন্যরকম হলেও সেখানেও তারা অধিকার-বঞ্চনা ও অবমাননায় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হচ্ছিলেন। এই সমস্ত অন্যায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় ১৮৭১ সালে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন প্যারী কমিউনের রাজনৈতিক সংগ্রামে। ১৮৮৯ সালে প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ওজস্বিনী ভাষায় পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার দাবি করলেন ক্লারা জেটকিন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কে মহিলা বস্ত্রশ্রমিকরা নারীর ভোটাধিকারের দাবি তোলেন। এর এক বছর আগে জেটকিনের নেতৃত্বে জার্মানির স্টুটগার্ড শহরে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলন এবং ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জেটকিন এবং কোলেনটাই-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলন। এই সম্মেলনে স্থির হয় বছরে একটি দিন আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস হিসাবে পালিত হবে—আর সেই দিনটি হয় ৮ মার্চ। এই দিনটিতেই বিশ্বের স্বাধীনচেতা, অধিকারবোধে সচেতন লড়াকু মহিলারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন দাবি আদায়ের লড়াই-এ।

একবিংশ শতকে আমাদের দেশে এখনও প্রতিদিন সকালে বর্ধমান-হাওড়া মেইন লাইন অথবা কর্ড লাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় লোকালে কিংবা বর্ধমান-তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জারের মহিলা বগিতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। স্কুল-কলেজ শিক্ষিকা, অফিস-আদালতে চাকুরিরতা মহিলাদের সঙ্গে দেখা যায় ললিতা, শ্যামলী, পম্পা, জান্‌কী, রামপ্রিয়াদের। যারা একশো দিনের কাজ করে। কৃষি-জমিতে কাজ করে অথবা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সন্তানদের সুস্থ-সুন্দর জীবনের পথ দেখাতে। জিজ্ঞাসা করলে বলে মূর্খ হ'বার যে যন্ত্রণা আমরা ভোগ করেছি তা যেন আমাদের সন্তানদের ভোগ করতে না হয়। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে—ওর কথা বাদ দাও। জীবনযুদ্ধের এই সাহসিনীদের রক্তিম অভিবাদন জানায় আজ সমস্ত নারী সমাজ।

আজ মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে। ভোটের লড়াই-এ প্রার্থী হবার অধিকার পেয়েছে। (পঞ্চায়েত স্তরে ৫০ শতাংশ)। নেতারা বড়ো বড়ো কথার ফুলঝুরি উড়িয়ে মাতৃত্বের ছুটি, গর্ভাবস্থায় সুচিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্যের জোগাড় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সামান্য অংশ হয়তো এতে লাভবান হয়েছেন আর বাকিরা? তাদের খোঁজ কি এঁরা রাখেন!

পাওয়া না-পাওয়া বড়ো কথা নয়। আসল কথা পাঁচ বছর আগে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যে 'আচ্ছে দিন'-এর কথা, স্বচ্ছ ভারতের কথা বলেছিলেন—তার কী হল? নোটবন্দী, জি.এস.টি-র চাপে আজ সাধারণ মানুষ গলদঘর্ম। যার আঁচ এসে পড়েছে কর্মজীবী, গৃহবধূ সব মহিলাদের উপরও। কমপক্ষে চার সন্তানের জননী হতে হবে বলে হুঙ্কার ছেড়ে মোহন ভাগবত হিন্দু-মহিলাদের উপর আরও অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিলেন নির্লজ্জভাবে। প্রতিদিন খবরের কাগজ, টিভি-র পর্দা কলঙ্কিত হচ্ছে ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত খুন, পণের দাবিতে বধূহত্যা, অ্যাসিড আক্রমণ এইসব ঘটনায়। মহিলাদের ক্ষোভ-রোষ-আর্তনাদে ভারতের আকাশ-বাতাস বিষণ্ণ। সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে যুদ্ধবাজ শাসকের উন্মাদনায় নিহত জওয়ানদের পরিবারের মহিলাদের বুকফাটা কান্না। কর্মক্ষেত্রে, পথে-ঘাটে এমনকি নিজের বাড়িতেও মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা—ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আছে তালাক, শবরীমালার মতো ঘটনা। শবরীমালা তো আরও একটা লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল—দেখালো নারীরাও নারীদের শত্রু। তবে সেখানকার গণতন্ত্রপ্রিয় সরকার এবং আদালত মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিষয়টিকে একটি সুন্দর সমাধানের পথ দেখিয়ে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীর মুখ রক্ষা করেছে।

আর এখানে পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিকন্যা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে ঘটে চলেছে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন, বলাৎকার, রাহাজানি, সারদা-নারদার মতো ঘটনা। স্কুল-কলেজ-খেলার মাঠ–কর্মক্ষেত্রে, গৃহে কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, সন্ন্যাসিনী সুরক্ষিত কিনা দেখা অপেক্ষা ক্লাব-পুজো কমিটিতে ঢালাও টাকা দান করে নাম কেনার চেষ্টা করছেন নজর ভোট-বাক্সে। তাঁর রাজত্বে ন্যায়বিচারের মাহাত্ম্য আমরা ভুলতে বসেছি। বিভিন্ন জায়গায় লাঞ্ছিতা মহিলা-কিশোরীদের বিষয়ে তিনি সোচ্চার নন বরং দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেবার জন্য ধর্ণা, মেলা-খেলা-পুজোর ভাসানে উপস্থিত থেকে মিডিয়ার কাছে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত।

৮ মার্চ তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, মেয়েদের নিজেদের পরস্পরকে বোঝার দিন। সহকর্মীর মনোভাব নিয়ে একে অপরের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবার দিন। অত্যাচারের অপমানের জবাব দেবার দিন। নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সোনালী স্বপ্নের দিন। আর আগামী প্রজন্মকে সাহস যোগাবার দিন। শুধু উদ্‌যাপন করে নয়, হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার দিনের নাম—৮ মার্চ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

রীনা মিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আদি নাম 'আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস'। প্রতি বছর ৮ মার্চ এই দিনটি পালন করা হয়। বিশ্বব্যাপী নারীরা এই দিনটিকে উদ্‌যাপন করে থাকেন তাঁদের প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবিতে। এই দিনটির পিছনে রয়েছে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। মজুরিবৈষম্য, কাজের সময় নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানুষিক পরিবেশের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সেখানকার সুতা কারখানার নারী শ্রমিকরা। সেই লড়াই-সংগ্রামের পথ ধরে ১৯১০-এ ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনে ৮ মার্চ প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯১১ সাল থেকে ৮ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হতে শুরু করে।

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ-এর সিদ্ধান্তে ৮ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হতে শুরু করে।

নারী যে আদর্শে বিশ্বাস করেন তা বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে তাঁদেরকে উৎসাহিত করলে তাঁরা যে কতখানি সাহস ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা ও বিচিত্র সম্ভাব্যতার পরিচয় দিতে পারেন শতাব্দীব্যাপী নারী আন্দোলনের ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে এই আন্দোলনে যে নারীরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম যাঁরা ছিলেন, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এর একটা কারণ বিশেষজ্ঞরা বলেন, আন্দোলনের পিছনে কোনো গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন ছিল না। মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষা ও মতামতের ভিতরেই প্রথম জানা যায় এই দর্শনের কথা। মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষায় লেনিন তাঁর প্রবাসীর ৩নং পত্রে লিখেছেন, 'আমরা যদি নারীদের জনহিতকর কাজে, মিলিসিয়ায়, রাজনৈতিক জীবনে টেনে না নামাই, আমরা যদি মেয়েদের গৃহকাজ ও রান্না-বান্নার মারাত্মক আবহাওয়া থেকে টেনে না আনি, তাহলে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব, এমনকি, গণতন্ত্র কায়েম করাও অসম্ভব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ভাবনায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যালিন নারীদের সম্পর্কে বলেন, 'শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে বড় সংরক্ষিতবাহিনী'। বলেন, 'শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে তাদের সংরক্ষিতবাহিনী থেকে শ্রমিক ও কিষাণ নারীদের একটি সক্রিয় বাহিনী গড়ে তোলার উপায় হিসাবেই আন্তর্জাতিক নারী-দিবস পালন করা হবে।' আর ১৯৫৫-তে মাও 'নারীরা শ্রমফ্রন্টের পথে যাত্রা করেছে'-এর ভূমিকালিপিতে বললেন, 'নারীরা হচ্ছেন জনশক্তির একটা মহান উৎস।' 'কেবলমাত্র সমগ্র সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মধ্যে সত্যিকারের সমানাধিকার হাসিল করা যায়।'

ভারতে ১৯২০ সালেই বিশ্ব নারী আন্দোলনের ঢেউ ধাক্কা মেরেছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৯৩১ সালেই প্রথম পুরুষের সমান নারীদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মচেতনার গৌরবে ধ্বনিত করেন, 'আমি চিত্রাঙ্গদা। দেবী নহি আমি সামান্য রমণী। পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর কঠিন ব্রতের তরে সহায় হইতে, যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী আমার পাইবে তবে পরিচয়।' কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় নারীকে শুধু মাতৃভক্তির বন্দনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, কালের অভিরুচিতে তাঁকে বিকশিত করে পুরুষশাসিত সমাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেন নারীর মর্যাদার কথা—'নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে আপনারে রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে...' জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে যাপিত জীবনের মোহচ্ছন্নতায় ঐতিহ্যের পতনের শব্দমাধুর্যে প্রেম কাতর পাগল হৃদয়ের জন্য নির্মাণ করেন ভালোবাসার আর আশ্বাসের বিরাট ভূমি—

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।'

এরপরও লজ্জার কথা ১৯৫২ থেকে ১৯৯৮ স্বাধীন ভারতের আইনসভায় কার্যত মাত্র ৮ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্ব করতে সুযোগ পেয়েছেন। আজ একবিংশ শতকেও কম কি বা! দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বিধানসভায় ও লোকসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেও সংসদে তা পাশ হয়নি। রাজ্যসভায় পাশ হবার পর সেই বিল হিমঘরে পড়ে আছে। তবু আশার কথা, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৯২-তে বামফ্রন্টের শাসনকালে পঞ্চায়েতব্যবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ চালু হয়। পরবর্তীকালে পৌরসভাগুলিতেও একই ব্যবস্থা চালু হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত এদেশের শোষকসমাজ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই নারীকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো রকম অধিকার দিতে চায় না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর এই ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। কিন্তু এই রাজ্যেই মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। গত পাঁচ বছরে রাজ্য নারী নির্যাতনে এক নম্বর স্থান নিয়েছে। টাকা, সাইকেল, বালা, জুতো এতসব বিলি বন্টন করেও এরাজ্যে কন্যাশিশু বিবাহ এবং কন্যাশিশু পাচারে রেকর্ড কমেনি।

ভয়ঙ্কর এক অস্থির পরিবেশ গোটা দেশ জুড়ে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ আমাদের, এখানে মোট জনসংখ্যার ৪৮.৫ শতাংশ মহিলা। অথচ এখানে নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের অবসান ঘটেনি। তাই এদেশের নারীকে এখনোও অনেক পথ চলতে হবে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে, সম-মজুরির দাবিতে, নারী-শিক্ষা প্রসারের দাবিতে, ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে জাত-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনাসম্পন্ন নারীসমাজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে দেশে দেশে সমবেত হচ্ছেন আজ এই দিনে। আমাদের দেশেও বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে আরো জোর লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে উদ্‌যাপিত হোক এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। নারী ও কমিউনিজম—মার্কস থেকে মাও—হ্যারি পোলিট। র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০১২।

২। পশ্চিমবঙ্গ ৫-১২ মার্চ, ১৯৯৯।

নৈরাজ্য দূর করতে সম্মেলনে প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ মার্চ : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলোকে জয়ী করার প্রস্তাব গৃহীত হয় শিক্ষকদের সম্মেলনে। ধাত্রীগ্রামে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কালনা উত্তর চক্রের এই ৪০তম সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি রাধেশ্যাম দাস। এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন—শিক্ষক নেতা মধুসূদন সিংহরায়, সুজয় প্রসাদ সাহা প্রমুখ। রাজকুমার মাজিলা ও সুপ্রিয় সিংহরায়কে যথাক্রমে সম্পাদক সভাপতি করে ২০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

এদিন কুসুমগ্রামে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মন্তেশ্বর ২ চক্রের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন এবং সভাপতিত্ব করেন দেলওয়ার হোসেন। এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রবিচরণ কর্মকার, রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক দাস, মদন রায় প্রমুখ। এই সম্মেলন সৌমেন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক এবং দেলওয়ার হোসেনকে সভাপতি করে ১১ জনের সার্কেল কমিটি গঠন করা হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) মস্কোতে, ১৯১৯ সালের ২ মার্চ। ২) ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ, অজয় মুখার্জী, জ্যোতি বসু, ২০ নভেম্বর ১৯৬৭ তারিখ পর্যন্ত। ৩) ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ, বাংলাদেশের। ৪) বেথুন কলেজ, ১৮৭৯ সালের ৪ মার্চ। ৫) ১৮৬৯ সালের ৫ মার্চ। ৬) কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ থেকে, ১৮৮৩ সালের ৫ মার্চ। ৭) ১৯৭৬ সালের ৫ মার্চ, কলকাতার সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল ও বিড়লা তারামণ্ডলের উল্টোদিকে। ৮) বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল, ১৮৭৬ সালের ৭ মার্চ। ৯) সাহিত্যিক বিমলচন্দ্র ঘোষ। ১৯৮২ সালের ৭ মার্চ, জন্ম ২৩.৩.১৯১০। ১০) ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ, আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। ১১) ১৯১১ সালের ৮ মার্চ। ১২) ইউরি গ্যাগরিন। ১৯৩৪ সালের ৯ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্ম। মহাকাশে যান ১৯৬৬ সালের ১২ এপ্রিল। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১৯৮৬ সালের ২৭ মার্চ।

ফর্ম-৪, রুল-৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১।	প্রকাশের স্থান	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১
২।	প্রকাশের ব্যবধান	:	সাপ্তাহিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম	:	অশোক ব্যানার্জী
	জাতীয়তা	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৪।	প্রকাশকের নাম	:	অশোক ব্যানার্জী
	জাতীয়তা	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৫।	সম্পাদকের নাম	:	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
	জাতীয়তা	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৬।	স্বত্বাধিকারী	:	নতুন চিঠি ট্রাস্ট ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১

আমি অশোক ব্যানার্জী ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১১ মার্চ, ২০১৯ স্বা: অশোক ব্যানার্জী

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

বায়ো টয়লেট চালু হল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ মার্চ : চারটি বায়ো-টয়লেট চালু হল পূর্ব বর্ধমানে জেলায়। আজ বিকেলে জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব কোর্ট চত্বরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা করলেন। এগুলি পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ তৈরি করেছে। নির্মল জেলা ঘোষিত হলেও বড় সমাবেশ বা জমায়েতে যেখানে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয় সে সব জায়গায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সমস্যা হয়। চারটি মহকুমার জন্য চারটি ভ্রাম্যমান আধুনিক টয়লেট তৈরি করা হয়েছে। এতে সবরকমের ব্যবস্থা আছে। তৈরি করতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আবেদন খতিয়ে দেখে জেলা পরিষদ এগুলি ব্যবহারের জন্য দেবে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, সহ-সভাধিপতি দেবু টুডু উপস্থিত ছিলেন।

কবিতা উৎসব

—প্রথম পাতার পর

স্মারক সম্মান' প্রদান করেন বর্ষীয়ান কবি কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়কে। চিত্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক সম্মান দেওয়া হয় কবি কুমুদবন্ধু নাথকে। অনুষ্ঠানে প্রয়াত কবি চিত্ত ভট্টাচার্যের সহধর্মিনী চিন্ময়ী ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী ও নাট্যকার ড. দেবেশ ঠাকুর। উৎসবে ১৪০ জন বিভিন্ন বয়সের কবি কবিতা পাঠ করেন। সঞ্চালনা করেন স্বরূপ মুখার্জী, কাকলি ঘোষ, শান্তনু শ্রেষ্ঠা, উত্তম কর্মকার শুভশ্রী বসু, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সব্যসাচী কোঙার প্রমুখ। উৎসব জমজমাট চেহারা নেয়।

অজিত মুখার্জির জীবনাবসান

—প্রথম পাতার পর

সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কারখানায় আন্তস্টিল ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। শ্রমিক মহলেও তাঁর পরিচিতি ছিল ক্যাপ্টেনের মতোই। দুর্গাপুরের সাংস্কৃতিক সংস্থা দুর্গাপুর স্বগত সাহিত্য পরিষদ, রবীন্দ্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুরূপা স্মৃতি পাঠাগারের সঙ্গে ছিল নিবিড় যোগ। তাঁর মৃত্যু সংবাদ দুর্গাপুরে পৌঁছানো মাত্র গভীর শোক নেমে আসে। এদিন তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে কলকাতার বিজয়গড়ের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর প্রয়াত অজিত মুখার্জির দেহ নিয়ে আসা হয় সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরে। ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সুভাষ মুখার্জি, অনাদি সাহু, সুখেন্দু পানিগ্রাহী, রাজদেও গোয়ালা, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, জীবন সাহা, বিশ্বরূপ ব্যানার্জি, পি কে দাস, বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর দুই পুত্র বর্তমান।

সর্বস্বান্তের আশঙ্কায় কৃষককুল

—প্রথম পাতার পর

মন্তেশ্বর দেড়শো হেক্টর জমিতে। সাধারণত শীলকালীন পেঁয়াজ চাষের পাশাপাশি তার বীজ উৎপাদনের কাজ চলে। বিগত মরশুমের উৎপাদিত বাছাই পেঁয়াজ মাটি ভালো করে ঝুরঝুরে করে জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে গাছ গজিয়ে পরে তাতে পেঁয়াজ কলি আসে। সেই পেঁয়াজ কলি ফুটে ফুল এবং তা থেকে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন হয়। এই বীজ পরবর্তী পেঁয়াজ চাষের সময় বীজতলায় ফেলে চারা তৈরি করে তা জমিতে রোপণ করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতিকালের বৃষ্টিতে কালনা মহকুমার আলু ও পেঁয়াজের জমি জলমগ্ন হয়েছে। সাথে চলছে সমানতালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ফলে আলু-পেঁয়াজের পাশাপাশি বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে পেঁয়াজের বীজেও। আর তা থেকেই আগামী মরশুমে পেঁয়াজ চাষে বিরাট প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে।

অকাল বর্ষণে আলু-পেঁয়াজের ক্ষতিপূরণের দাবিতে পৃথকভাবে দুই বিডিও অফিসের সামনে কৃষক বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন কৃষকরা গোয়ারা মোড়ে জমায়েত হন। সেখান থেকে মিছিল করে কালনা-১ বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভ অবস্থানে অতি বৃষ্টিতে কৃষকের ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বক্তব্য রাখেন—মধুসূদন সিংহরায়, হালিম সেখ, বীরেন ঘোষ, সুকুল শিকদার প্রমুখ।

অন্যদিকে শ্যামল পাল-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিডিওকে বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। পাশাপাশি এদিন একই দাবি নিয়ে সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-২ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকেও জমায়েত, মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

৮ মার্চ আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং কৃষিঋণ মুকুবের দাবিতে বর্ধমান জেলা কৃষকসভার প্রতিনিধিরা জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। তাদের দাবি ছিল কৃষিঋণ মুকুব করতে হবে, কুইন্টাল প্রতি ৭০০ টাকা আলুর দাম দিতে হবে। আর লোডিং-আনলোডিং বাবদ বস্তাপিছু ৫০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। প্রতিনিধিত্ব করেন উদয় সরকার, সৈয়দ হোসেন, সমর ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানান, আগামী ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য সরকার আলু কেনা শুরু করল। আলুচাষিদের কাছ থেকে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ২৫ কুইন্টাল আলু কেনা হবে সর্বোচ্চ ৫৫০ টাকা কুইন্টাল দামে। এজন্য চাষিদের নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে বিডিও অফিসে আবেদন করতে হবে।

জেব-উন-নিসা

—দুয়ের পাতার পর

আঁধার ডানা।'

১৭২৪-এ তাঁর প্রায় ৪২১টি কবিতা সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থিত হয়। পরবর্তীতে 'দি দিওয়ান অব ...'তে সব মিলিয়ে তাঁর প্রায় ৫০০০ কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন, 'মনিস-উল-রো', 'জেব-উল-মনিশা' এবং 'জেব-উল-তাফাসির' মত কাব্যগ্রন্থ। অনেকেই উল্লেখ করেছেন ১৫,০০০-এর বেশি কবিতা তিনি লিখেছিলেন এবং বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও সংকলনও করেছিলেন। তাঁর কবিতায় সমসাময়িক কবি হাফিজ শিরাজি-র প্রভাব রয়েছে।

জেব-উন-নিসা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ইরানের সাফাদি রাজকন্যা দিলরাস বানু বেগম-এর ঘরের জ্যেষ্ঠ কন্যা। বিবাহ করেননি, সারা জীবন নিঃসঙ্গ থেকেছেন। অনেকে অভিযোগ করেছেন তাঁর অনেক গোপন প্রেমিক ছিল। বৃদ্ধ পিতামহ সাজাহান এবং দারা শিকো'র স্নেহের পাত্রী জেব-উন-নিসা'কে ইরানের শাহ আব্বাস আলি-র পুত্র মির্জা ফারুক সহ অনেকেই বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। জেব-এর লেখা পড়ে অনেকে অনুমান করেছেন লাহোর-এর শাসনকর্তা কবি আকিল খান রেজা-র সঙ্গে তাঁর গোপন প্রেম ছিল। যদিও সমসাময়িক কবিদের মতো তিনি ছিলেন সুফি জীবনাদর্শে বিশ্বাসী।

যিনি ৭ বছর বয়সে কোরাণ মুখস্ত করে 'হাফিজা' উপাধি অর্জন করেছিলেন। সেই তাঁকেই পিতা আওরঙ্গজেবের নির্দেশে জীবনের শেষ কুড়িটি বছর দিল্লির সেলিমগড় দুর্গে বন্দি থাকতে হয়। ফারসি, আরবি এবং উর্দু তিনটি ভাষায় শিক্ষিত এই মোগল বিদুষী হাতের লেখা, অঙ্কনশৈলী এবং সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হয়তো তাঁর এই উদারচেতা আচরণের জন্যই তাঁকে বন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার সমসাময়িক আইন, সাহিত্য এবং ইতিহাস পুস্তকে সমৃদ্ধ ছিল। সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেব প্রথম দিকে রাজকার্যে তাঁর পরামর্শ নিতেন। সে সময় তিনি বিধবা এবং অনাথদের উন্নয়নে প্রভূত কাজ করেছেন। পারস্যের অনুকরণে মহিলাদের জন্য পোষাক 'আংরা কুর্তি'-র প্রচলন করেছেন তিনি। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ফারসি কবি মৌলানা আবদুল কাদের বেদিল, কালিম কাশানি, সাহেব তাবরিজি এবং ঘানি কাশ্মিরি'র লেখায় নিয়মিত নজর রেখেছেন। আক্ষরিক অর্থে অর্ধেক আকাশ হতে চাননি হয়ত জেব, কিন্তু ডানা মেলে দিগন্ত বিস্তারী নীল আকাশে বিলীন হতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়। আর তাই কাব্যের ডানায় ভর দিয়ে হারিয়ে গিয়েছেন অনাগত কালের দিকে।

'দীর্ঘ আকাশচরা হাওয়ার ডানায়,
তোমার সুগন্ধ ভেসে আসে, তাই দুঃখের রাত্রিতে জেগে থাকি।

যতক্ষণ না দীর্ঘ অপেক্ষায় চোখ বুজে আসে, তোমার সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হই।'

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

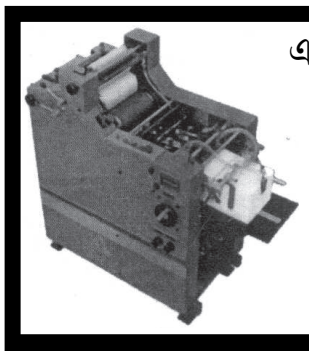

সাধনা প্রেস

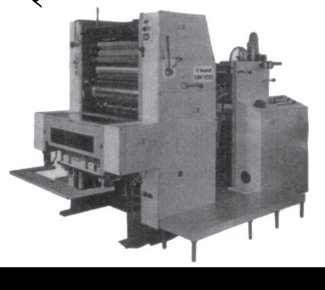

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা